গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-১ শাখা)
www.lgd.gov.bd.

স্মারক নং-৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৭৪.২০১৫-১৪৯২ তারিখ : ০৭ ডিসেম্বর, ২০১৫।

বিষয় : বাগেরহাট জেলার মাদক চোরাচালন ও এর অপব্যবহারকারীদের নামের তালিকা ও বিশেষ প্রতিবেদন।

সূত্র : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৭৫.০৮.০০৩.১৪-৭৯৭;তারিখ: ১১ নভেম্বর, ২০১৫।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পত্রের ছায়ালিপি (সংলগ্নীসহ) এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর গোপনীয় প্রতিবেদনের সুপারিশ "ক-গ" অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ তার জেলার সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : ০৭ (সাত) পাতা।

০৭/১২/২০১৫
(ড. জুলিয়া মঈন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৬২২৪৭

জেলা প্রশাসক
বাগেরহাট।

অনুলিপি :
১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,.....উপজেলা, বাগেরহাট।
২। কম্পিউটার প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
গ্রহণ ও প্রেরণ শাখা
15 NOV 2015
ডায়েরী নং ২৫৮২

সচিব মহোদয়ের নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।
একান্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
রাজনৈতিক অধিশাখা-২
www.mha.gov.bd

স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৭৫.০৮.০০৩.১৪.৭৮৭ তারিখ ২৭ কার্তিক ১৪২২ বঙ্গাব্দ / ১১ নভেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ

বিষয় ঃ বাগেরহাট জেলার মাদক চোরাচালান ও এর অপব্যবহারকারীদের নামের তালিকা প্রসঙ্গে বিশেষ প্রতিবেদন।

সূত্র ঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্মারক নং-৭৫৫, তারিখ ঃ ২১/১০/২০১৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ও সূত্রোক্ত স্মারকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে, বাগেরহাট জেলার কিছু অসাধু মাদক ব্যবসায়ী ও চোরাকারবারী তাদের স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকতাকারীদের প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ সহায়তায় পার্শ্ববর্তী জেলা হতে চোরাই পথে অবাধে ফেনসিডিল, গাঁজা, বিয়ার, হুইস্কি, হেরোইন, প্যাথেডিন, সেঁনেগ্রা, ভুরাগা, ইয়াবাসহ বিভিন্ন ধরনের মাদক দ্রব্য এনে বিক্রিসহ জেলার বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করে থাকে। এলাকায় মাদকসেবীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মাদকসেবীরা অর্থের যোগাড় করতে ক্রমশইঃ ছিনতাই, চাঁদাবাজি, অপহরণ, ধর্ষণ, খুন প্রভৃতি সামাজিক অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ায় পারিবারিক জীবনসহ সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হচ্ছে মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, আলোচ্য বিষয়ে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের (ছায়ালিপি সংযুক্ত) "গ" ক্রমিকে বর্ণিত সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে।

৪০০
ক্রমিক নং .... তারিখ ২৫/১১
প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরিত হলো
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)
যুগ্ম-সচিব (উপজেলা)
যুগ্ম-সচিব (অডিট)
যুগ্ম-সচিব ( )
উপ-সচিব ( )
সিঃ সঃ সচিব (
পার্সোনাল অফিসার
অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ)
স্থানীয় সরকার বিভাগ

(উম্মে সালমা তানজিয়া)
উপ-সচিব
টেলিফোন ঃ ৯৫৭৪৫২৩
mohapol2@gmail.com
write2tanzia@gmail.com

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতির জন্য-

মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

ডায়েরী নং ৭৭৭ তারিখ ২৩/১১
যুগ্ম-সচিব (উপজেলা)
স্থানীয় সরকার বিভাগ

গোপনীয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন
ঢাকা

সংখ্যা ০৩.০৭৯.০১৬.০৪.০০.০০১.২০১৫-৭৫৫

তারিখ ০৬ কার্তিক ১৪২২
২১ অক্টোবর ২০১৫

বিষয়ঃ **বাগেরহাট জেলার মাদক চোরাচালান ও এর অপব্যবহারকারীদের নামীয় তালিকা প্রসঙ্গে বিশেষ প্রতিবেদন।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে সংযুক্ত গোপনীয় প্রতিবেদনের উদ্ধৃতাংশের আলোকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ০৫(পাঁচ) পাতা।

(মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস)
পরিচালক
ফোনঃ ৯১৩৭৪৬০
ই-মেইল- dir12@pmo.gov.bd

সিনিয়র সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অতিরিক্ত সচিব (আসী) এর দপ্তর
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
যুগ্ম-সচিব/উপ-সচিব (আনসার/সীমান্ত)
ডায়েরী নং .... তারিখ..........

সচিব মহোদয়ের দপ্তর
ডাইরী নং ৪৫৩
তাং ২৫/১০/১৫

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সীমান্ত অধিশাখা-২
ডাইরী নং ৬৮২
তারিখঃ ০১.১১.২০১৫
স্বাক্ষরঃ

N S I Report-13

বিষয়ঃ **বাগেরহাট জেলার মাদক চোরাচালান ও এর অপব্যবহারকারীদের নামীয় তালিকা ঃ**

বাগেরহাট দেশের দক্ষিণ জনপদের গুরুত্বপূর্ণ একটি জেলা। সুন্দরবনের অংশবিশেষ এবং দেশের ২য় বৃহৎ সমুদ্র বন্দর এ জেলায় অবস্থিত হওয়ায় পর্যটনশিল্প ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অর্থনৈতিক বিবেচনায় এ জেলার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। জেলার জনগোষ্ঠীর একটি অংশ জেলে সম্প্রদায়ের এমনিতেই সার্বক্ষণিক জলদস্যু আতঙ্কে থাকতে হয়, এর উপর জেলার কিছু অসাধু মাদক ব্যবসায়ী ও চোরাকারবারী তাদের স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকতকারীদের প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ সহায়তায় পার্শ্ববর্তী জেলা হতে চোরাই পথে অবাধে **ফেনসিডিল, গাঁজা, বিয়ার, হুইস্কি, হেরোইন, প্যাথেডিন, যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট সেনেগ্রা, ডুরাগা, ইয়াবাসহ** বিভিন্ন ধরনের মাদক দ্রব্য এনে জেলার বিভিন্ন স্পটে বিক্রিসহ জেলার বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করে আসছে। এতে এলাকায় একদিকে যেমন মাদক সেবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে এসব মাদকসেবী তাদের মাদকের অর্থের যোগান দিতে ক্রমশইঃ ছিনতাই, চাঁদাবাজি, অপহরণ, ধর্ষণ, খুন প্রভৃতি সামাজিক অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে এবং একই সাথে পারিবারিক জীবনসহ সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হচ্ছে ।

জেলার মাদক চোরাচালানী, এদের পৃষ্ঠপোষক/মূলহোতা, মাদক পাচারের রুট ও বেচা-কেনার স্পটসহ অন্যান্য তথ্য সংলগ্নী-'ক' এর মাধ্যমে বর্ণিত হলো।

মন্তব্য ঃ

মাদক ব্যবসা এবং মাদকাশক্তির সাথে সমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা এবং ব্যক্তি নিরাপত্তা ওতপ্রতভাবে জড়িত। সঙ্গত কারণেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় ছিনতাই, চাঁদাবাজি, অপহরণ,ধর্ষন, খুন প্রভৃতি অসামাজিক কর্মকান্ড ক্রমশই বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা রয়েছে, পরবর্তীতে যা একসময়ে দেশের জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

সুপারিশ ঃ

ক। অবৈধ মাদকদ্রব্য চোরাচালান ও মাদক ব্যবসা-সংশ্লিষ্ট এলাকায় আকস্মিকভাবে অভিযান পরিচালনা করে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে চিহ্নিত অবৈধ মাদক ব্যবসায়ী/চোরাচালানী ও এদের পৃষ্ঠপোষকসহ প্রয়োজনে অবৈধ মাদক সেবীদেরও গ্রেফতার পূর্বক আইনের আওতায় আনা আবশ্যক।

খ। জেলা পর্যায়ে গঠিত টাস্কফোর্সের মাদক বিরোধী অভিযান আরো কার্যকর ও জোরদার করা প্রয়োজন।

গ। সর্বোপরি প্রত্যেক উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে পুলিশ, র‍্যাবসহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধি, ইউপি পর্যায়ের প্রতিনিধি, স্থানীয় জনগণ ও বিভিন্ন পেশাজীবি এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে **"কমিউনিটি স্মাগলিং প্রিভেনশন কমিটি"** গঠন পূর্বক (এহেন কাজের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যাপক) প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জড়িতদেরকে প্রতিরোধ করার উদ্যোগ গ্রহন করা যেতে পারে।

সংলগ্নী-'ক'

১। জেলায় মাদক পাচার/ চোরাকারবারীদের নাম-ঠিকানা ঃ

১. মোঃ ওয়াহেদ মোল্লা (৩৫), পিতা-মোঃ আমজাদ মোল্লা, সাং-বেতকাটাখালী, যাত্রাপুর, সদর থানা, বাগেরহাট। সে ফেনসিডিল হেরোইন, ইয়াবা টেবলেটের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা। বাগেরহাট শহরের দশানি, বাসষ্ট্যান্ডসহ সকল থানায় পাইকারী ও খুচরাভাবে ফেনসিডিল, হেরোইন, ইয়াবা ট্যাবলেট বিক্রয় করে থাকে মর্মে জানা যায়।

২. আমিনুল মাঝি (২৫), পিতা-আফজাল মাঝি, সাং-মহিলা কলেজ রোড, চিতলমারী, বাগেরহাট।

৩. মামুন মাঝি (২৪), পিতা-কাঞ্চন মাঝি, সাং-মহিলা কলেজ রোড, চিতলমারী, বাগেরহাট।

৪. পান্না বিশ্বাস (৩৬), পিতা-খোকা বিশ্বাস, সাং-চিংগুরী, বড়বাড়িয়া (মাদকের বড় ব্যবসায়ী), চিতলমারী, বাগেরহাট।

৫. লিপু (২৫), পিতা-মৃত আকবার আলী, সাং-বাবুগঞ্জ বাজার, চরবানিয়ারী (উঠতি মাদক ব্যবসায়ী), চিতলমারী, বাগেরহাট।

৬. সাইফুল ইসলাম (৩৭), পিতা-মৃত সাইদ উদ্দিন, সাং-মুনিগঞ্জ, সদর থানা, বাগেরহাট। সে মুনিগঞ্জ ব্রিজের নিচে হেরোইন, গাঁজা, ইয়াবা ট্যাবলেট বিক্রয় করে থাকে।

৭. মন্টু (৩৫), পিতা-মৃত সিরাজ মোড়ল, সাং-হাড়িখালি, সদর থানা, বাগেরহাট। সে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ফেনসিডিল, গাঁজা ইয়াবা ট্যাবলেট ভ্রাম্যমান বিক্রেতা।

৮. আল আমিন (৩৫), পিতা-মৃত শুকুর আলী, সাং-সোনাতলা, সদর থানা, বাগেরহাট। সে সদরের দশানি মোড়, শিল্পকলা একাডেমীর পিছনে, সোনাতলা মোড়, এলজিইডি মোড়ে হেরোইন, ফেনসিডিল, গাঁজা, ইয়াবা ট্যাবলেট যশোর থেকে এনে বিক্রয় করে থাকে।

৯. বিরেন বৈরাগী (৩৫), পিতা-বৈষ্ণব দাস বৈরাগী, সাং-পাঙ্গাসিয়া, চিতলমারী, বাগেরহাট।

১০. মন্টু (৪০), পিতা-আসমত আলী, সাং-কাঠালতলা, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট, ফেন্সিডিল বিক্রেতা।

১১. শহীদ দফাদার (৩৬), পিতা-মোদাচ্ছের আলী দফাদার, সাং-বারুইখালী (১নং ওয়ার্ড পৌর), মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট। সে ফেন্সিডিল বিক্রেতা।

১২. লাভলু শরিফ (৩৫), পিতা-আশ্বাব শরিফ, সাং-বারুইখালী (১নং ওয়ার্ড পৌর), মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট। ফেন্সিডিল বিক্রেতা।

১৩. নজরুল, পিতা-আজিজ মিস্ত্রী, সাং-বারুইখালী (১নং ওয়ার্ড পৌর), মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট। সে ফেন্সিডিল, হোরোইন বিক্রেতা।

১৪. খোকন শেখ (৩৭), পিতা-হাসেম শেখ, সাং-কাঁঠালতলা, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট। সে ফেন্সিডিল, হোরোইন বিক্রেতা।

১৫. এমদাদ, পিতা-আবুমিয়া, সাং-বাইজোড়া, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট। সে ফেন্সিডিল বিক্রেতা।

১৬. আঃ মালেক, পিতা-মৃত আতাহার আলী, সাং-কাঠালতলা, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট। সে ফেন্সিডিল বিক্রেতা।

১৭. কালা হোসেল (২৭), পিতা-আব্দুর রশিদ হাওলাদার, নাগেরবাজার, সদর থানা, বাগেরহাট। সে এলাকায় মাদক সম্রাট বলে পরিচিত। তিনি বাসাবাটির মোড়, রেলবস্তী কলোনীতে খুলনা ও যশোর থেকে মাদক এনে খুচরা বিক্রেতাদের বাড়ি পৌছে দেয়।

১৮. রন সর্দার (২৪), পিতা-সর্দার নরুজ্জামান, সাং-দোবাড়িয়া, কচুয়া, বাগেরহাট। সে ফেনসিডিল, হেরোইন বিক্রয় করে থাকে। কচুয়ার অন্যতম বড় মাদক ব্যবসায়ী। তার স্ত্রীও মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত।

১৯. আজিম উদ্দিন ওরফে আজিম ওরফে মেম্বার (৪২), পিতা-আবদুল জব্বার, গ্রাম-শ্যামবাগাত, ফকিরহাট, বাগেরহাট। সে হেরোইন, ফেনসিডিল, গাঁজার পাইকারী বিক্রেতা। বাড়িতে থেকে স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত। ফকিরহাট উপজেলাসহ আশেপাশে এলাকার মধ্যে মাদকের বড় ব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসী। তার বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে

২০. অছিকার (৩৭), পিতা-মশিউর রহমান, সাং-পাটরপাড়া, থানা ও জেলা-বাগেরহাট। মূলত সে একজন সন্ত্রাসী। ইতিপূর্বে বিএনপির আশ্রয়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করলেও বর্তমানে আওয়ামীলীগ নেতার আশ্রয়ে ফেনসিডিল ব্যবসা করে থাকে। তার নেতৃত্বে একটি মাদকচক্র গড়ে উঠেছে। সে একজন তালিকাভূক্ত সন্ত্রাসী। তার সহযোগী মাসুম (৩২), পিতা-বেলায়েত হোসেন, সাং-সরুই (কবর খানা রোড), সদর থানা, বাগেরহাট এর বাসস্থানে মাদকদ্রব্য রক্ষিত থাকে মর্মে গোপনসূত্রে জানা যায়। খান জাহান আলী (রঃ) এর মাজারের পাশে প্রায় রাত্রে এদের আড্ডা বসে।

২১. মিল্টন মরা (২৫), পিতা-মৃত নুর মোহাম্মদ খান, সাং-তেলিগাতী, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট। সে গাঁজা ও ফেন্সিডিল বিক্রেতা ব্যবসায়ী।

২২. আঃ আজিজ (৪৭), পিতা-মৃত সাহেব আলী, সাং-চন্দ্রপাড়া, কচুয়া, বাগেরহাট।

২৩. বাবুল কোটাল (৪০), পিতা-মৃত মোজাম্মেল কোটাল, সাং-পিংগড়ীয়া, কচুয়া, বাগেরহাট। সে গাঁজা বিক্রেতা।

২৪. খাদিজা বেগম (৪৬), স্বামী-এবাদত শেখ, সাং-গাজিরহাট, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট।

২৫. মনি মোল্লা (৩৩), পিতা-ইব্রাহীম মোল্লা, সাং-হরিনখানা, সদর থানা, বাগেরহাট। সে ফেন্সিডিল বিক্রেতা।

২৬. ছালাম শেখ (৪০), পিতা-মৃত দবীর শেখ, গ্রাম-পশ্চিম বাসাবাটি, সদর থানা, বাগেরহাট।

২৭. লিপি বেগম, স্বামী-বাবুল শিকদার, সাং-খারদ্বার, সদর থানা, বাগেরহাট। সে ফেন্সিডিল বিক্রেতা।

২৮. মোঃ সোহরাব সরদার, পিতা-মৃত জলিল সরদার, সাং-পাগলা, ফকিরহাট, বাগেরহাট।

২৯. শুকুর আলী (২৫), পিতা-নজরুল ইসলাম, সাং-বারুইখালী, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট।

৩০. জাহিদুল ইসলাম, পিতা-আশরাফ আলী, সাং-হরিনখানা, সদর থানা, বাগেরহাট।

৩১. কালা রবী দাস (২৬), পিতা-শিবু রবী দাস, সাং-রেলরোড, সদর থানা, বাগেরহাট।

৩২. ইমদাদুল মৃধা, পিতা-রুস্তম আলী মৃধা, সাং-বাসাবাটি, সদর থানা, বাগেরহাট।

৩৩. শহিদুল ইসলাম (২৩), সাং-আট্টাকী, ফকিরহাট, বাগেরহাট। সে গাঁজা বিক্রেতা।

৩৪. রাজু শেখ (২৯), পিতা-আঃ মালেক, সাং-সোনাখালী, সদর থানা, বাগেরহাট।

৩৫. জাহিদুল ইসলাম (৩০), পিতা-মৃত আশরাফ আলী, সাং-হরিনখানা, সদর থানা, বাগেরহাট।

৩৬. কালু (২৮), পিতা-মোঃ আজিজ হাওঃ, সাং-বাসাবাটি, সদর থানা, বাগেরহাট।

৩৭. জাহানারা (৩০), হিরোইন ব্যবসায়ী, স্বামী-মুনসুর আলী, সাং-পুরাতন বাজার (মিরাবাড়ি), সদর থানা, বাগেরহাট।

৩৮. আতিকুল (৩২), পিতা-আঃ আজিজ পাইক, সাং-হাড়িখালী, সদর থানা, বাগেরহাট গাঁজা ব্যবসায়ী।

৩৯. রেজাউল শেখ (২৭), পিতা-ইদ্রিস আলী শেখ, গ্রাম-ব্রাহ্মণ রাগদিয়া, ফকিরহাট, বাগেরহাট। সে মাদকসেবী ও মাদক ব্যবসায়ী।

৪০. সালাউদ্দিন শেখ (২৭), পিতা-শেখ আঃ হালিম মাস্টার, গ্রাম-ব্রাহ্মণ রাগদিয়া, ফকিরহাট, বাগেরহাট। মাদকসেবী ও মাদক ব্যবসায়ী।

৪১. বদর শেখ (২৫), পিতা-শেখ আঃ হালিম মাস্টার, গ্রাম-ব্রাহ্মণ রাগদিয়া, ফকিরহাট, বাগেরহাট। সে মাদকসেবী ও মাদক ব্যবসায়ী।

৪২. সাহিদুল শেখ (৩৮), পিতা-মৃত সোনাউল্লাহ শেখ, গ্রাম-বারাশিয়া, ফকিরহাট থানা, বাগেরহাট। সে মাদকসেবী ও মাদক ব্যবসায়ী।

৪৩. নাজিম ফরাজী (৩৮), পিতা-মৃদ হামেজ উদ্দিন ফরাজী, সাং-পশ্চিম সরালিয়া, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট ও তার স্ত্রী রানু বেগম (৩৪)। ফেনসিডিল, গাঁজা ও ইয়াবা বিক্রেতা।

৪৪. আসীম শেখ (২৬), পিতা-তোতা শেখ, সাং-বারইখালী (ফেরিঘাট), ১নং ওয়ার্ড পৌরসভা, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট। ইয়াবা বিক্রেতা।

৪৫. রোকন তালুকদার (৪২), পিতা-মৃত তোতা তালুকদার, সাং-বারইখালী (ফেরিঘাট), ১নং ওয়ার্ড পৌরসভা, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট। ইয়াবা বিক্রেতা।

৪৬. রমিজ কেরানী (২৮), পিতা-সাত্তার কেরানী (ভূমি অফিসের পিয়ন ছিল), সাং- বারইখালী (ফেরিঘাট), ১নং ওয়ার্ড পৌরসভা, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট। ইয়াবা বিক্রেতা।

৪৭. মশিউর শেখ (৩২), পিতা-বাদশা শেখ, সাং-বারইখালী (ফেরিঘাট), ১নং ওয়ার্ড পৌরসভা, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট। ইয়াবা বিক্রেতা।

৪৮. পিচ্চি কামাল (২৪), পিতা-অজ্ঞাত, সাং-বারইখালী (ফেরিঘাট), ১নং ওয়ার্ড পৌরসভা, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট। ইয়াবা বিক্রেতা।

৪৯. সালমা (৩৫), স্বামী-আজিম উদ্দিন ওরফে আজিম ওরফে মেম্বার, গ্রাম-শ্যামবাগাত, থানা-ফকিরহাট, জেলা-বাগেরহাট। তার স্বামী বর্তমানে জেল হাজতে রয়েছে। তার অবর্তমানে বর্ণিত সালমা মাদক ব্যবসা পরিচালনা করছে।

২। মাদক পাচারে চোরাকারবারীদের গডফাদার/ মুলহোতাদের নাম-ঠিকানা ঃ

১. আজিম উদ্দিন ওরফে আজিম ওরফে মেম্বার (৪২), পিতা-আবদুল জব্বার, সাং-শ্যামবাগাত, ফকিরহাট থানা, বাগেরহাট। সে হেরোইন, ফেনসিডিল, গাঁজার, ইয়াবার পাইকারী বিক্রেতা। তার স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যও মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত। সে ফকিরহাট উপজেলাসহ আশেপাশে এলাকার মধ্যে মাদকের বড় ব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসী। তার বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে, গত ০৫/০১/১৪ খ্রিঃ মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, মংলা সার্কেলের পরিদর্শক পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী আজিম মেম্বার এবং তার সহযোগী ও সম্পর্কে ভাগ্নী, স্বামী পরিত্যাক্তা মোর্শেদা বেগমকে ৩০ গ্রাম হেরোইনসহ আটক করে।

২. কালা হোসেন (২৭), পিতা-আব্দুর রশিদ হাওলাদার, সাং-নাগেরবাজার, সদর থানা, বাগেরহাট। সে এলাকায় মাদক চোরাকারবারী বলে পরিচিত। সে বাসাবাটির মোড়, রেলবস্তি কলোনীতে-খুলনা ও যশোর থেকে মাদক এনে বিক্রেতাদের বাড়ি পৌঁছে দেয়।

৩. অছিকার (৩৭), পিতা-মশিউর রহমান, সাং-পাটরপাড়া, থানা ও জেলা-বাগেরহাট। সে একজন তালিকাভূক্ত সন্ত্রাসী।

৪. রন সর্দার (২৪), পিতা-সর্দার নরুজ্জামান, সাং-দোবাড়িয়া, থানা-কচুয়া, জেলা-বাগেরহাট। সে ফেনসিডিল, হেরোইন বিক্রয় করে থাকে। সে কচুয়ার অন্যতম বড় মাদক ব্যবসায়ী। তার স্ত্রীও মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত।

৫. সাইদ বিশ্বাস, সাং-চিংগড়ি, চিতলমারী থানা, বাগেরহাট। সে চিতলমারীর বিএনপি নেতা ও মাদক বিক্রেতাদের গডফাদার।

৬. পান্না বিশ্বাস (৩৬), পিতা-খোকা বিশ্বাস, সাং-চিংগুরী, বড়বাড়িয়া, চিতলমারী থানা, বাগেরহাট। সে মাদকের বড় ব্যবসায়ী,

৭. বাবলু শেখ, পিতা-আব্দুল হাকিম শেখ, সাং-পিংগুড়িয়া, চিতলমারী থানা, বাগেরহাট। (চিতলমারী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ২২/০৪/১৫ খ্রিঃ তার বাড়ি থেকে ৪,০০০ পিস ইয়াবা ২৭০ পুরিয়া হেরোইন, ১ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে)। সে মাদক পাচারকারী ও মাদকের বড় গডফাদার।

৮. ফারুক সেখ (৪৫), পিতা-আঃ আজিজ সেখ, সাং-কাঁঠালতলা, মোড়লগঞ্জ থানা, বাগেরহাট। (বাগেরহাট জেলা ডিবি পুলিশ ২৮/০৩/১৫ খ্রিঃ তার বাড়ি থেকে ৪৭০ পিস ইয়াবা ও ০৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে)।

৯. শহীদ দফাদার (৩৬), পিতা-মোদাচ্ছের আলী দফাদার সাং-বারুইখালী (১নং ওয়ার্ড পৌর), মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট। সে ফেনসিডিল বিক্রেতা এবং মোড়লগঞ্জ উপজেলার অন্যতম প্রধান মাদক ব্যবসায়ী ও মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণকারী,

১০. ওয়াশিংটন (৩২), সাং-সরুই, সদর থানা, বাগেরহাট। সে সাতক্ষীরা থেকে সরাসরি ফেনসিডিল, গাঁজা এনে বাগেরহাটে সরবরাহ করে মর্মে সূত্রে জানা যায়।

১১. ঝন্টু মোল্লা, সাং-ভান্ডাখোলা, মোল্লাহাট থানা, বাগেরহাট। সে ইয়াবার ব্যবসা করে থাকে। বাগেরহাট জেলা গোয়েন্দা পুলিশ গত ২৯/০৭/১৫ খ্রিঃ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১২৭ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করে এবং তার স্ত্রী আম্বিয়া বেগম (৩০) কে আটক করে। ঝন্টু মোল্লাকে আটক করলেও সে পালিয়ে যায় এবং এক পুলিশ সদস্য আহত হয়। এ ঘটনায় মোল্লাহাট থানায় ০২ টি মামলা হয়, মামলা নং-২০ ও ২১, তাং-২৯/০৭/১৫ খ্রিঃ।

৩। মাদক পাচারেরর রুট ও পদ্বতিসমূহের বর্ণনা ঃ বাগেরহাট জেলা সীমান্ত সংলগ্ন জেলা না হলেও যশোর ও সাতক্ষীরা জেলার সীমান্ত হয়ে অবৈধভাবে ভারতীয় ফেনসিডিল, গাঁজা ও হেরোইন এ জেলায় এসে থাকে। এছাড়া কুমিল্লা থেকেও মাদকদ্রব্য বিশেষ করে ইয়াবা অত্র জেলায় এসে থাকে। তাছাড়া বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলা, খুলনা, নড়াইল ও গোপালগঞ্জ জেলার সীমান্তবর্তী ও যোগাযোগের মাধ্যম হওয়ায় এ অঞ্চলে মাদকদ্রব্য ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠছে। মাদক পাচারের কাজে বিভিন্ন যানবাহন ব্যবহার করা হয়। মাদক সরবরাহের জন্য মটর সাইকেল অন্যতম বাহন হিসেবে কাজ করে। এছাড়া যাত্রীবাহী বাস, মালবাহী ট্রাক ও প্রাইভেট কার মাদক পাচারের বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চা-পান-সিগারেটের দোকানের আড়ালে এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে মটর সাইকেল সহ বিভিন্ন বাহনে করে মাদক সরবরাহ করে থাকে। মাদকসেবীরা নিজে গিয়ে মাদক বিক্রেতাদের বাড়ি থেকেও মাদক ক্রয় করে থাকে।

৪। মাদক বেচাকেনার স্পট/স্থানসমূহের বর্ণনা ঃ

সদর উপজেলা ঃ পতিতালয়, রেলষ্টেশন বস্তি হাড়িখালী, বাসাবাটি পদ্ম পুকুর মোড়, সদর হাসপাতাল এলাকা, সোনাতলা, শহরতলীর রাধাবল্লভ, গোবরদিয়া গুচ্ছগ্রাম, বাসাবাটি পুলিশ ফাঁড়ির পাশে সেটেলমেন্ট অফিস এলাকা, দশানি এলজিইডি মোড়, নূর মসজিদ এলাকা, মুনিগঞ্জ মালোপাড়া, পিসি কলেজ, হরিণখানা এলাকা, মহিলা কলেজ রোড, হাড়িখালি মধ্যপাড়া, সরুই কবরস্থান রোড, খানজাহান আলী মাজার এলাকা, পার্শ্ববর্তী চেয়ারম্যান বাড়ি মোড়, রণবিজয়পুর এলাকা, যাত্রাপুর চাপাতলা এলাকা,